একক ৩ ❐ ব্রিটেনে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রন্থাগার আন্দোলন

গঠন

৩.১ প্রস্তাবনা
৩.২ ১৮৫০ সালের পূর্বেকার ইংল্যাণ্ডের গ্রন্থাগার
৩.২.১ ধর্মীয় গ্রন্থাগার
৩.২.২ দানপত্র দ্বারা গঠিত গ্রন্থাগার
৩.২.৩ গ্রাহক চাঁদায় পরিচালিত গ্রন্থাগার
৩.৩ ব্রিটেনে গ্রন্থাগার আইন
৩.৪ গ্রন্থাগার পরিক্রমা ও প্রতিবেদন
৩.৫ পর্যবেক্ষণ
৩.৬ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রন্থাকারের বিকাশ : প্রেক্ষাপট
৩.৭ সাধারণ গ্রন্থাগারের আদিরূপ
৩.৮ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রন্থাগার আইন
৩.৯ পর্যবেক্ষণ
৩.১০ অনুশীলনী
৩.১১ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

৩.১ প্রস্তাবনা

গ্রন্থাগার যদিও অনেক প্রাচীনকাল থেকেই বিদ্যমান, তবু গ্রন্থাগার আন্দোলন তুলনামূলকভাবে খুব বেশি দিনের পুরনো নয়। এর পেছনে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রভাব, যার সূত্রপাত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে। বিপুল সংখ্যক জনগণের মধ্যে শিক্ষার সুফল বিস্তারের ইচ্ছা থেকে অসংখ্য সাধারণ গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। গণশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রন্থাগারের সম্ভাবনার কথা এই আন্দোলনের আগ্রহী মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এ বিষয়ে বিশ্বের দুইটি উন্নত দেশ, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রন্থাগার বিকাশের কথা আমরা আলোচনা করব, যেখানে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব ও মূল্য উপলব্ধি করা গিয়েছিল।

গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে রঙ্গানাথন বলেছিলেন, "গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করে কিছু ছাপানো সামগ্রী করে গুছিয়ে রাখা ও সংরক্ষণ করা বোঝায় না। প্রতিষ্ঠা করার পর সুশৃঙ্খলভাবে তার ধারাবাহিক অস্তিত্বকে সচল ও সক্রিয় রাখা—গ্রন্থাগার হল একটি প্রতিষ্ঠান, যা সমাজের জন্য সমাজের দ্বারা পরিচালিত প্রাথমিকভাবে সামাজিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত ছাপা পুস্তক আকারে জ্ঞানভাণ্ডারের মাধ্যমে সমাজের সব মানুষকে জীবনভোর স্বশিক্ষার সুযোগ করে দেওয়ার মাধ্যমে, কোনোরকম বৈষম্য না করে স্থির অনড় বা নিবদ্ধ চিন্তাধারাকে যারা গতিশীল মননের স্তরে সঞ্চারিত করতে বদ্ধপরিকর, তাদের দ্বারা সংগঠিত পরিবেশিত ও প্রশাসিত সংগঠন।"

গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিষয়ে আলোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রন্থাগার বিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পর্যালোচনা করব।

৩.২ ১৮৫০ সালের পূর্বেকার ব্রিটেনের গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগার আন্দোলন সংযুক্ত রাজ্য (UK) বিশ্বের ভেতরে অগ্রণী। প্রকৃতপক্ষে 'পাবলিক লাইব্রেরি অ্যাক্ট ১৮৫০ পাশ হবার পর ব্রিটেনে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। তবে এই আন্দোলন অনুধাবন করার আগে ১৮৫০ সালের পূর্বেকার গ্রন্থাগারের অবস্থান বুঝে নেওয়া দরকার।

ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব গ্রন্থাগার আন্দোলনে ভালোরকম ইন্ধন জুগিয়েছে। অনেক প্রতিষ্ঠানে বহুসংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত করা হয়েছিল। ওদের ছিল জ্ঞানের তৃষ্ণা। তার ফলে দেশ জুড়ে অনেক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা হয়। মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের ফলেও দেশ জুড়ে অনেক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা হয়। মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের ফলেও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা দেয়। এছাড়াও নিবেদিত প্রাণ ও মানবদরদি মানুষেরাও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসেন। ব্রিটেনে সাধারণ গ্রন্থাগারের (public library) মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অগ্রগণ্য :

৩.২.১ ধর্মীয় গ্রন্থাগার

মধ্যযুগের ইউরোপে গির্জাগুলি এক মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। এই সময়কার গির্জাগুলির দিকে দৃষ্টি দিলে প্রথমে গ্রন্থাগারের দিকে নজর পড়বে। খ্রিস্টধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে একদল সাহসী লোকের আবির্ভাব ঘটে যারা গির্জা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল। প্রকৃতপক্ষে সাধক জীবনে ধর্মীয় পুঁজি অধ্যয়ন ও পাণ্ডুলিপি অনুলিখনের প্রয়োজন দেখা দেয়। তাই সবরকম ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের নিজস্ব ধর্মপুস্তক ও পাণ্ডুলিপির সংগ্রহ গড়ে ওঠে। বর্তমানের নিরিখে যেসব গ্রন্থাগার ছিল ক্ষুদ্র, সেগুলিকে সাধারণ গ্রন্থাগার বলা ঠিক হবে না, যদিও কিছু শর্তসাপেক্ষে জনসাধারণ সেগুলিকে ব্যবহার করতে পারত। সাধারণ মানুষের জন্যই সেগুলি করা হয়েছিল। সংস্কারের সময়ে সেসব গ্রন্থাগারের বিলোপ ঘটে।

৩.২.২ দানপত্র দ্বারা গঠিত গ্রন্থাগার

এসব গ্রন্থাগার পঞ্চদশ শতাব্দীতে গড়ে উঠেছিল। এগুলি ছিল একজন বা কয়েকজনের দানের ফল। ১৫৫০ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে এরকম দুশোরও বেশি গ্রন্থাগার তৈরি হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ১৬৮০ সালের মধ্যে এসব গ্রন্থাগারের বেশিরভাগ শহরে তৈরি হয়েছিল। ১৬০০ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলের প্রয়োজনের দিকেও নজর দেওয়া হয়। ১৬৮০ থেকে ১৭২০ সালের মধ্যে এ ধরনের প্রায় ৮০টি গ্রন্থাগার তৈরি হয় এবং ১৭২০ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে এরকম আরও কিছু গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। এগুলির বেশিরভাগই ছিল শহর থেকে দূরে প্রাদেশিক গ্রন্থাগার। কোনো কোনো গ্রন্থাগারে বই ধারে দেওয়া হত। মানুষের দানে গড়ে ওঠা গ্রন্থাগারকে চাঁদা ব্যবস্থার গ্রন্থাগারে পরিবর্তনের দৃষ্টান্তও আছে। ডক্টর থমাস ব্রে ১৭৩০ সালে তার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত প্রতি প্রদেশে পাদরিদের ধারে বই দেওয়া ধর্মীয় গ্রন্থাগার, ও গ্রাম্য যাজক ও অন্যান্যদের ব্যবহারের জন্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গ্রন্থাগারগুলির ওপর গবেষণা করেছেন। আঞ্চলিক গ্রন্থাগারগুলি সংরক্ষণ করার জন্য ১৭০৯ সালে একটি আইন পাশ হয়। এই আইনে গির্জার ও যাজকদের তাদের নিজের নিজের গ্রামে গ্রন্থাগার তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু আইনটি শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয়নি। ১৭৩০ সালে স্যার জন চেসিরে হলটন গ্রামে একটি গ্রন্থাগার তৈরি করেন।

৩.২.৩ গ্রাহকচাঁদায় পরিচালিত গ্রন্থাগার

১৮শ শতিকা শেষ হবার আগেই ব্রিটিশ সমাজে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়। শিক্ষার প্রসার, সংবাদপত্রের আবির্ভাব, তথ্য আদানপ্রদানের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসাবে কফি হাউসের ভূমিকা এবং এধরনের আরও সব ব্যবস্থার ফলে মানুষের পড়াশোনার অভ্যাস গড়ে ওঠে। এর ফলে গ্রাহকচাঁদার মাধ্যমে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পথ পরিষ্কার হয়। ১৮৫০ সালের আগে পর্যন্ত তিন ধরনের গ্রাহকচাঁদার গ্রন্থাগার ছিল :

(i) ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত চাঁদার গ্রন্থাগার ঃ

চাঁদা আদায়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার সর্বত্র এক ধরনের ছিল না। কখনো কখনো বন্ধু বা আত্মীয়স্বজন অগ্রণী হয়ে বই অথবা নগদ অর্থদানের মাধ্যমে গ্রন্থাগার গড়ে তুলেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সদস্যরা বই কেনার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ নিয়ে এগিয়ে এসেছে। এরকম কিছু প্রতিষ্ঠানকে 'ভদ্রলোকের সমাজ' বলেও অভিহিত করা হত। এরকম চাঁদার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার অংশীদার বা মালিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত।

(ii) বুক ক্লাব (Book club) :

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এ ধরনের গ্রন্থাগার জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এগুলিও ছিল একধরনের চাঁদার গ্রন্থাগার। কিন্তু মূল গ্রাহকচাঁদার গ্রন্থাগার থেকে এগুলির তিনটি বিষয়ে পার্থক্য ছিল। (ক) তাদের সদস্যসংখ্যা ছিল কম ; (খ) স্থায়ী সংগ্রহ গড়ে তুলতে সদস্যদের আগ্রহ ছিল না ; (গ) ওরা সামাজিক এবং সাহিত্য বিষয়ক প্রয়োজন মেটাত। সদস্যরা মাসে একবার ভোজসভায় মিলিত হয়ে পুস্তক বিনিময় করত অথবা নতুন বই কেনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। প্রতিটি ক্লাবের নিজস্ব কাজের ধরন ছিল। কিন্তু তারা প্রত্যেকেই একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব পালন করত। যেহেতু ক্লাবের কোনো স্থায়ী ঠিকানা ছিল না, তাই নিঃসন্দেহে তাদের খরচ ছিল কম এবং শ্রমিকশ্রেণির উপযোগী।

(iii) ব্যবসাভিত্তিক ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ঃ

এসব গ্রন্থাগার পুস্তক বিক্রেতাদের দ্বারা পরিচালিত হত এবং লাভ করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এসব গ্রন্থাগারে তাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যের গ্রন্থ থাকত। তবে নভেল ও বিনোদন সাহিত্যের সংখ্যাই ছিল বেশি। কিছু নগদ মূল্যের বিনিময়ে ধারে বই পাওয়া যেত। যদিও ব্যবসা করাই ছিল এসব গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য, কিন্তু কালক্রমে উপন্যাসের আকর্ষণে এখানে দিনে দিনে পাঠকের সংখ্যা বাড়তে থাকে। জানা মতে প্রথম ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন একজন পুস্তক বিক্রেতা। এলন রামসে নামের ভদ্রলোক ১৭২৫ সালে এডিনবার্গে এধরনের প্রথম গ্রন্থাগারটি স্থাপন করেন। ১৮২৫ সালের মধ্যে সারাদেশে এধরনের প্রায় ১৫০০টি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল।

৩.২.৪ কারিগরি প্রাতিষ্ঠানিক গ্রন্থাগার

শিল্পবিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ডে কলকারখানার সঙ্গে যুক্ত এক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্ম হয়। কারখানায় নিযুক্ত লোকদের মেকানিক বলা হত। এধরনের প্রতিষ্ঠান শিল্পকেন্দ্রের কাছেও খোদ লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শিল্পবিপ্লবের পর শিল্পক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে শিক্ষানবিশদের প্রশিক্ষণ ও তাদের কল্যাণের ব্যাপারে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। ১৮০০ খ্রি. জর্জ বিরবেক নামের একজন স্কটিশ দর্শনের শিক্ষক মেকানিক শিক্ষানবিশদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও একটি গ্রন্থাগার শুরু করেন। তারপর তার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেকেই এ ধরনের কাজে এগিয়ে আসেন। এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিশদের সুবিধার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা ও বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা

ছিল। স্বশিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু বাড়তি সুবিধা, নৈতিক উন্নতি ও সেই সঙ্গে চিত্ত বিনোদনের জন্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হত। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে এধরনের মেকানিক প্রতিষ্ঠানের দ্রুত প্রসার ঘটতে থাকে এবং অর্ধশতাব্দী যেতে না যেতে এগুলি সারা ইংল্যান্ডে ছড়িয়ে পড়ে। এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থাগারগুলি স্ব স্ব এলাকায় সাধারণ গ্রন্থাগারের পুস্তক ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

৩.৩ ইংল্যান্ডে গ্রন্থাগার আইন

এ বিষয়ে সকলে একমত যে উইলিয়ম এডওয়ার্ডের পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি 'পাবলিক লাইব্রেরি অ্যাক্ট ১৮৫০' ব্রিটেনে গ্রন্থাগারের উন্নতির মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। প্রকৃতপক্ষে ১৮৫০ সালের আইনটি অনেক গুরুতর ত্রুটি সত্ত্বেও ব্রিটেনে গ্রন্থাগার বিষয়ক আইনের ক্ষেত্রে দিকচিহ্নস্বরূপ বলা যেতে পারে, কেননা, সচেতনভাবে এই আইনে জাতীয় স্তরে রাজস্বের ওপর ভিত্তি করে সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছিল। ব্রায়ন লুক্‌হাম মন্তব্য করেছেন, সাধারণ শিক্ষা, বিশেষ করে বয়স্ক শিক্ষার ক্রমবর্ধমান গুরুত্বর সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার 'সমস্ত শ্রেণির মানুষকে একত্রিত করা এবং এক সাহিত্যের সূত্রে আবদ্ধ করার সুযোগ করে দিয়েছে।'

১. ১৮৫০ সালের আইন ঃ

১৮৪০ সাল থেকে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে জনগণের গ্রন্থাগারের জন্য আন্দোলন করা হচ্ছিল। এই আন্দোলনের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন উইলিয়ম এডওয়ার্ড ও জোশেফ ব্রাদারটন। ওরা দুজনেই ছিলেন পার্লামেন্টের সদস্য এবং ওদের সঙ্গে যুক্ত তৃতীয় জন হলেন এডওয়ার্ড এডওয়ার্ডস। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ জাদুঘরের গ্রন্থাগারিক। ১৮৪৮ সালে একটি গ্রন্থাগার প্রণয়ন করার উদ্দেশ্যে এডওয়ার্ডকে সভাপতি করে একটি select committee on public library গঠিত হয়। ১৮৫০-এর ফেব্রুয়ারিতে এডওয়ার্ড ও ব্রাদারটন প্রথম 'পাবলিক লাইব্রেরি বিল' কমন্স সভায় উত্থাপন করেন এবং ১৪ আগস্ট ১৮৫০ সালে সেটি রাজার সম্মতি লাভ করে। এটি নিঃসন্দেহে এক বিরাট অগ্রগতি কিন্তু দ্বিধাযুক্ত। এই আইনটি শুধুমাত্র ইংল্যান্ড ও ওয়েলস-এ প্রযোজ্য এবং এতে ১০,০০০ অথবা তার চেয়ে বেশি জনসংখ্যা থাকা শহরে শহর পঞ্চায়েতকে (town council) গ্রন্থাগার পরিষেবা শুরু করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। এটা ছিল অনুমতি পত্র, কিন্তু বাধ্যতামূলক নয়। সাধারণ গ্রন্থাগারের সদস্য হতে কোনো মূল্য দিতে হত না, সেই সঙ্গে বই কেনার জন্য কোনরকম অনুদানের ব্যবস্থাও ছিল না। শহর পঞ্চায়েত গ্রন্থাগার পরিষেবার জন্য পাউন্ডে আধাপেনির বেশি কর ধার্য করতে পারত না। এই আইন তৈরি করার সময় ভাবা হয়েছিল দান হিসাবে পর্যাপ্ত বই পাওয়া যাবে।

২. ১৮৫৫ সালের আইন ঃ

খুব শিগগিরই বোঝা গেল যে ১৮৫০ সালের আইনের পরিধি ছিল খুবই সীমিত। সৌভাগ্যক্রমে এর সীমাবদ্ধতাগুলি বেশিদিন বহন করতে হয়নি। ১৮৫৫ সালে একটি নতুন আইনের দ্বারা কিছু উন্নতিসাধন করা হয়। কর আধাপেনির জায়গায় এক পেনি করা হয় এবং বই ক্রয়ের জন্যও কিছু ব্যবস্থা করা হয়।

৩. ১৮৮২ সালের আইন ঃ

পরবর্তী সময়ে নতুন সংশোধনী আইন পাশ করা হয় যাতে ১৮৫০ সালের আইনের কিছু ধারার পরিবর্তন ও নতুন কিছু ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যায়। পূর্বের সমস্ত আইনের মধ্যে সংহতি স্থাপন করে ১৮৯২ সালে আরও একটি নতুন আইন পাশ হয়।

৪. ১৯১৯ সালের আইন ঃ

পাবলিক লাইব্রেরি অ্যাক্ট ১৯১৯ পাশ করে সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবায় আমূল পরিবর্তন সাধন করা হয়। এই আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ইংল্যান্ড ও ওয়েলস-এর পেনি পর্যায়ের সীমাবদ্ধতা বাতিল করা এবং 'কাউন্টি কাউন্সিল'কে তাদের এলাকায় সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবা প্রবর্তন করার অধিকার দেওয়া। এর ফলে দেশের সর্বত্র বিশেষ গুণমানের পরিষেবা দ্রুত বিস্তার লাভ করে এবং অনেক ছোট ছোট গ্রন্থাগার, যেগুলি ভালোভাবে চালানো যাচ্ছিল না, উঠে যায়। এরপর শুধু দুই ধরনের গ্রন্থাগার পরিষেবা চলতে থাকে, একটি শহরের জন্য শহর পঞ্চায়েতের দ্বারা পরিচালিত, অপরটি গ্রামের জন্য 'কাউন্টি কাউন্সিল' পরিচালিত গ্রন্থাগার।

৫. ১৮৬৪ সালের আইন ঃ

১৯৬৪ সালে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস-এর জন্য জাদুঘর ও গ্রন্থাগার আইন পাশ হয় যেখানে গ্রন্থাগারের জন্য স্থানীয় আঞ্চলিক 'বোর্ড' থেকে পৃথক কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি করা হয়। এছাড়া এই আইনের শিক্ষা ও বিজ্ঞান বিষয়ে উন্নতির জন্য পরামর্শ পর্ষদ গঠন করা হয়। এসব হল ১৯৬২ সালে রবার্টস কমিটির রিপোর্টের ফল। এই আইনে বলা হয় সরকারি কর্তৃপক্ষ বিস্তৃত ও দক্ষ গ্রন্থাগার পরিষেবা দিতে চায়। এর সঙ্গে ব্রিটেনে গ্রন্থাগারের সুবর্ণ যুগের সূচনা হয়।

৬. ১৮৭২ সালের আইন ঃ

এই আইনটি ১৯৭২ সালের স্থানীয় প্রশাসন আইন বলে পরিচিত। এই আইনে কয়েকটি জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়। এসব সমস্যা শুধু অর্থনৈতিক নীতির আমূল পরিবর্তনের জন্য হয়েছিল তা নয়, সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে প্রথমে বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য করা, পরে আবার নতুন করে সংযুক্ত করার ফলে হয়েছিল, কেননা, সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মচারী ও পরিষেবার ধরনটি অন্যান্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ভিন্ন।

৭. ১৯৭৯ সালের আইন ঃ

এই আইনটি 'পাবলিক লেনডিং রাইট অ্যাক্ট' নামে পরিচিত। স্ক্যানডিনোভিয়ার দৃষ্টান্ত থেকে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ব্রোফির (Brophy) পরামর্শ ছিল, ব্রিটেনের সাধারণ গ্রন্থাগারে ধারে বই নেবার জন্য এক পেনি করে আদায় করে এই অর্থ লেখকদের মধ্যে বিলি করা উচিত। প্রস্তাবটি দেখতে সহজ, কিন্তু এর প্রশাসনিক জটিলতার জন্য এই পরিকল্পনা বাতিল করতে হয়।

৩.৪ গ্রন্থাগার পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন

ব্রিটেনে গ্রন্থাগার আন্দোলনের উন্নয়নের অনেক পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদনের ভূমিকা আছে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেগুলি কোনো-না কোনো সরকারি কমিটি এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির কাজ। ব্রিটেনের গ্রন্থাগার অগ্রগতি নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদনের ফল বলা যেতে পারে :

১. সিলেক্ট কমিটির প্রতিবেদন ঃ

সিলেক্ট কমিটির প্রতিবেদন ১৮৫০ সালের সাধারণ গ্রন্থাগার আইনের পথ সুগম করেছিল। কিন্তু অনেক দরকারি বিষয়ে তাদের মতামত ছিল সীমিত এবং কিছু কিছু বিষয়ে ত্রুটিপূর্ণ।

২. ১৯১৫ সালের আদমের (Adam) প্রতিবেদন ঃ

বেসরকারি ক্ষেত্রে জনগণের উপকারের দিকে লক্ষ রেখে আদমকে প্রতিবেদন পেশ করতে বলা হয়েছিল। যতদূর জানা গেছে এন্ড্রুর কার্নেগী (১৮৩৫-১৯১৯) গ্রন্থাগার বিষয়ে সবচেয়ে বড় দাতা। স্কটল্যান্ডে তাঁর জন্ম এবং

আমেরিকায় তিনি প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছিলেন একজন মস্ত ব্যবসায়ী, শিল্পদ্যোগী, আবিষ্কারক ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। ইংল্যান্ড ও ওয়েলস-এর ২১৩টি শহর, স্কটল্যান্ডের ৫০টি এবং আয়ারল্যান্ডের ৪৭টি শহর তার কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছে। তাই ১৯১৯ খ্রি. যখন তিনি মারা যান ৩৮০টি অট্টালিকার সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে ছিল। ১৯১৩ খ্রি. কার্নেগি সংযুক্ত রাজ্য ট্রাস্ট গঠিত হয়, সেটি গ্রন্থাগারের আরও উন্নতি করার জন্য অবদান জুগিয়েছিল। জন পাশমোর এডওয়ার্ডসও (১৮২৩-১৯১১) যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করেছিলেন। এসব অনুদানের ফলে নানা সমস্যাও সৃষ্টি হয়। কার্নেগি ট্রাস্টের সদস্যরা সাধারণ গ্রন্থাগার সম্বন্ধে প্রতিবেদন দেবার জন্য W.G. Adams-কে নিযুক্ত করেন। অ্যাডামস জানান যে, বয়স্কদের জন্য একটি বই ধার দেওয়া গ্রন্থাগার থাকলে উপকার হয়। অ্যাডামাস-এর প্রতিবেদনের ফলে ১৯১৯ সালের পাবলিক লাইব্রেরি অ্যাক্ট পাশ হয়। আবার ১৯২৪ সালে কার্নেগি ট্রাস্টের সম্পাদক জে. এম মিচেলকে সাধারণ গ্রন্থাগার সম্বন্ধে প্রতিবেদন দেবার জন্য নিযুক্ত করা হয়।

৩. কেনিয়ন-এর প্রতিবেদন ঃ

১৯১৯ সালের পর থেকে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস-এর সাধারণ গ্রন্থাগারের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে সাধারণ গ্রন্থাগারের সংস্কারের বিষয়ে প্রস্তাবের অভাব ছিল না। ১৯২৪ খ্রি. শিক্ষা বোর্ড (ফ্রডরিক কেনিয়নের নেতৃত্বে) ইংল্যান্ড ওয়েলস-এর সাধারণ গ্রন্থাগারের বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করে। ১৯২৭ সালে কেনিয়নের প্রতিবেদন পেশ করা হয়। গ্রন্থাগার পরিষেবায় সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে তোলায় এই প্রতিবেদনের অবদান ছিল মুখ্য। গ্রন্থাগার পরিষেবার বিষয়ে সেখানে বিস্তারিত আলোচনা ছিল।

৪. ম্যাক কলভিনের প্রতিবেদন ঃ

গ্রন্থাগার কমিটির অবৈতনিক সম্পাদক এল. আর. ম্যাককলভিন সংযুক্ত রাজ্যের প্রায় সবকটি সাধারণ গ্রন্থাগার পর্যবেক্ষণের জন্য পরিভ্রমণ করেন এবং তার প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ১৯৪২ সালে। ম্যাককলভিন একটি জাতীয় গ্রন্থাগার পরিষেবা (National Public Library Service) প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেন। তিনি সাধারণ গ্রন্থাগারের একটি হতাশাজনক চিত্র তুলে ধরেন এবং জোরালো তথ্য সহযোগে দেখান যে সেই সময়ে অনেক ছোট ছোট গ্রন্থাগারে উপযুক্ত পরিষেবা দেবার মতো আর্থিক সংস্থান নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এটা সরকারি প্রতিবেদন ছিল না, এবং সরকার তাকে কোনো প্রতিবেদন দাখিল করার পরামর্শ দেয়নি। তবু কয়েকটি বিশেষ কারণে এই প্রতিবেদন যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। যেমন,

ক। তখনকার যুদ্ধকালীন পরিবেশ যথেষ্ট চাপের মধ্যে ম্যাককলভিনকে কাজ করতে হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে প্রতিবেদনে তাড়াহুড়ার স্পষ্ট ছাপ ছিল ;

খ। দ্বিতীয় বিষয়টি হল, সেই সময় একজন প্রচুর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন উচ্চশিক্ষিত পেশাদার গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজন ছিল ;

গ। এই প্রতিবেদন দূরদর্শিতা, সাহস এবং গভীর জ্ঞানের পরিচয় ছিল। অন্য যেকোনো বিখ্যাত প্রতিবেদন থেকে ব্যতিক্রমী এই প্রতিবেদনটি ছিল আপসবিরোধী।

ঘ। পরিশেষে এই প্রতিবেদনটি অতি মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়েছিল এবং তার অনেকগুলি প্রস্তাবই দীর্ঘদিন ধরে কোনো-না-কোনোভাবে বাস্তবে রূপায়িত হয়ে চলেছিল।

৫. রবার্টস-এর প্রতিবেদন ঃ

১৯৫৭ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সিডনি রবার্টস-এর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করে। তাদের কাজ ছিল ইংল্যান্ড ও ওয়েলস-এর সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবার পরিকাঠামোর বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিল করা। ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত তাদের প্রতিবেদনটি পেশাদারি সংস্থা ও মন্ত্রীসভার অনুমোদন পায়। কে. সি. হ্যারিসনের উল্লেখ মতে,

এই প্রতিবেদনের মুখ্য প্রস্তাব ছিল, 'দক্ষতার সঙ্গে গ্রন্থাগার পরিষেবার দায়িত্ব স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষে নেওয়া আইনত বাধ্যতামূলক করা এবং শিক্ষামন্ত্রক-এর পর্যবেক্ষণের জন্য দায়ী থাকা আবশ্যকীয়।' এতে বলা হয় শিক্ষামন্ত্রীকে সাহায্য করার জন্য দুটি উপদেষ্টা থাকবে, একটি ইংল্যান্ড ও অপরটি ওয়েলস-এর জন্য। এতে আরও কয়েকটি পরামর্শ ছিল যেমন, গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের আয়তন সর্বমোট কতজন হওয়া উচিত, কর্মচারীর উৎকর্ষতা বৃদ্ধি, আইনগতভাবে আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার ব্যবস্থা করা এবং এধরনের আরও কিছু।

রবার্টস কমিটির প্রতিবেদনকে ভিত্তি করে ভবিষ্যতের আইনের খুঁটিনাটি সাব্যস্ত করতে তাকে সহায়তা করার জন্য শিক্ষামন্ত্রী দুইটি কার্যকরী দল গঠন করেন। দুটি দলের পৃথক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাসে, তাদের প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল, "ইংলন্ড ও ওয়েলস-এর আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা" এবং "ইংলন্ড ও ওয়েলস-এর সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবার মানদণ্ড।" এসব প্রতিবেদনের ফলে ১৯৬৪ সালের আইন প্রণয়নে সাহায্য হয়।

৬. প্যারি কমিটির প্রতিবেদন ঃ

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিটির অধীন গ্রন্থাগার কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে। সেই কমিটির সভাপতি টমাস প্যারির নামানুসারে এর নাম হয় প্যারি প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদন একটি ব্রিটিশ জাতীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেওয়া হয়। সরকার নীতিগতভাবে এই প্রতিবেদন গ্রহণ করে ১৯৭২ সালে ব্রিটিশ গ্রন্থাগার আইন পাশ হয় এবং ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে সেটা কার্যকরী হয়। সংযুক্ত রাজ্যে গ্রন্থাগার পরিষেবার উন্নতিতে এই আইনটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

৩.৫ পর্যালোচনা

১৮৫০-এর পর প্রথম প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগারের উন্নতি ছিল খুবই ধীর গতির। তারপর ১৮৮০ সালের পর থেকে এন্ড্রু কার্নেগির অনুদান ও গ্রন্থাগার সংঘের ক্রমবর্ধমান পেশাদারিত্বের অনুকূল প্রভাবে এই উন্নতির গতি ত্বরান্বিত হয়। ১৯৩০ সালের পর থেকে ব্রিটেনের সাধারণ গ্রন্থাগারের শুভদিনের সূচনা হয়। এই সময়ে আর্থিক সীমাবদ্ধতা শিথিল হয়, কাউন্টি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশজোড়া সমবায় প্রক্রিয়ায় দক্ষতার সঙ্গে কাজ চলতে থাকে। ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি ব্রিটেনে অধিক সংখ্যক স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপস্থিতির জন্য গ্রন্থাগারের উন্নতি কিছুটা ব্যাহত হয়। আয়তন ও আর্থিক সম্পদের দিকে ওগুলোর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য ছিল এবং তার ফলে পরিষেবার ক্ষেত্রেও অমার্জনীয় অনেক অসাম্য ছিল। ম্যাক্‌কলভিনের সময়ে ৬০০-রও বেশি গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষর অস্তিত্ব ছিল। একঝাঁক নতুন আইন, লন্ডন সরকার আইন ১৯৬৩, সাধারণ গ্রন্থাগার ও জাদুঘর আইন ১৯৬৪, এবং আঞ্চলিক পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩ স্থানীয় কর্তৃপক্ষর সংখ্যা ১৬৭-তে নামিয়ে আনে। এখনও অবস্থার বৈষম্য নেই তা নয়, তবে আগের তুলনায় কম।

১৯৮০ দশকের গোড়া থেকে বুঝতে দেবার জন্য অর্থের জোগান কমিয়ে দেওয়া হয়, এবং ১৯৮০-র মাঝামাঝি সময় থেকে পরিষেবার বৈষম্য নজরে পড়তে থাকে। তবু অনেক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নতুন গৃহ, যান্ত্রিক ও কেন্দ্রীভূত সামগ্রী জোগান ব্যবস্থা, ক্যাটালগ ও বণ্টন পদ্ধতির মাধ্যমে উন্নতি ঘটতে থাকে।

ব্রিটেনে সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবায় ধারে বই নেওয়া ও রেফারেন্সের জন্য অনুশীলন কর বিনামূল্যে হত এবং এখনও হয়। ১৯৬৪ সালের আইনের কোনো কোনো ধারায় ফোনোগ্রাফ রেকর্ড এবং ক্যাসেট ধার করার জন্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ কিছু মূল্য ধার্য করতে পারে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে নিয়ম কখনও প্রচলিত।

ব্রিটেনে বেশিরভাগ গ্রন্থাগার শিশু ও তরুণদের জন্য পরিষেবার ব্যবস্থা করে। ওখানে শাখা গ্রন্থাগার ও ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ভালো ব্যবস্থা আছে এবং ওখানে খুব কম মানুষই গ্রন্থাগার পরিষেবার একমাইলের বেশি দূরত্বে বাস করে। কোনো কোনো সাধারণ গ্রন্থাগার বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও জেলখানার গ্রন্থাগার হিসাবে কাজ করে। অনেক গ্রন্থাগারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহ আছে।

৩.৬ আমেরিকায় গ্রন্থাগারের উন্নতি

আমেরিকায় শিক্ষার সমান সুযোগসুবিধা দেবার প্রতিশ্রুতি, সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি ক্রমবর্ধমান আস্থা, চিন্তা ও বাক্-স্বাধীনতার প্রতি জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারে বিশ্বাস, কর্মসংস্থানগত সমস্যা বৃদ্ধির জন্য ক্রমবর্ধমান উদ্‌বেগ এবং সুখ শান্তি ও উন্নতির প্রয়াস ইত্যাদি কারণে গ্রন্থাগার আন্দোলন শুরু হয়। আর্থিক সামর্থ্য ও ইউরোপীয় দৃষ্টান্ত থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে শেষ পর্যন্ত গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা হয় যেখানে বিনামূল্যে সকলকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। আমেরিকায় আটলান্টিক সাগরের পারে প্রথম বসতি স্থাপন ও আমেরিকার বিপ্লবের মধ্যবর্তী সময়ের দেড়শো বছরের মধ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। নতুন ইংল্যান্ডের পিউরিটান নেতারা বিরোধিতা সহ্য করতেন না তবু তাদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে তারা ছিলেন উদ্‌বিগ্ন—যাতে তাদের সকলে বাইবেল পড়তে পারে। জন হাভার্ডের সম্পত্তির উইল থেকে আমেরিকার প্রথম কলেজ ও প্রথম গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় ১৬৩৮ খ্রি. সেই শতাব্দীতেই নতুন ইংল্যান্ডের কয়েকটি শহরে কিছু পুস্তক ভাণ্ডার গড়ে ওঠে। এসব ব্যক্তিগত সংগ্রহ আমেরিকায় গ্রন্থাগারের উন্নতিতে সাহায্য করেছে।

এভাবে আমেরিকার প্রথম যুগের আবাসিকদের তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য শিক্ষাবিস্তারের উদ্যোগ ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের মাধ্যমে শুরু হয়। তারপর বিভিন্ন ধরনের সামাজিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব সামজিক গ্রন্থাগারের মাধ্যমে আমেরিকায় প্রথম প্রথম গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। ইংল্যান্ডের মেকানিক প্রতিষ্ঠানের ধারায় আমেরিকায় ব্যবসায়ীদের গ্রন্থাগারই (mercantile libraries) ছিল প্রথম জনপ্রিয় গ্রন্থাগারদের মধ্যে অন্যতম। এগুলিই হল আমেরিকায় গ্রন্থাগারের আদিরূপ।

৩.৭ সাধারণ গ্রন্থাগারের আদিরূপ

নতুন বিশ্বের ঔপনিবেশিকদের বই পড়ার সময় ছিল না। নতুন পরিবেশে টিকে থাকার জন্য গৃহনির্মাণ, জঙ্গাল অপসারণ, বীজ বোনা, ফসল আবাদ করার কাজেই তাদের সময় কেটে যেত। তাঁদের সংস্কৃতি চর্চা হত মুখে মুখে। তা সত্ত্বেও ইউরোপের তুলনায় এইসব নতুন অধিবাসীদের মধ্যে দ্রুত শিক্ষা বিস্তার হয় এবং গ্রন্থাগারও গড়ে উঠতে থাকে। প্রথমদিকে বেশিরভাগ পুস্তক সংগ্রহ ব্যক্তিগত উদ্যোগে হয়েছিল। ক্যাপ্টেন রবার্ট ক্যানির (Robert Keayne) উইলের মাধ্যমে যাকে প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগার বলা যায়, তার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় বোস্টনে (মার্চ ২৩, ১৬৫৫/৫৬)। তিনি একটি সাধারণ কৃষক গৃহ নির্মাণের জন্য ৩০০ পাউন্ড দান করেন যার মধ্যে গ্রন্থাগারের জন্য একটি ঘর দিতে হবে। গ্রন্থাগারের প্রথম সংগ্রহ হিসাবে তিনি তার নিজস্ব গ্রন্থগুলিও দান করেন। এই গ্রন্থাগারটি প্রায় ১০০ বছর ধরে জনগণের সেবা করে।

১৭শ শতাব্দীর শেষ দিকে একজন অ্যাংলিকান পাদরি ইংরেজ উপনিবেশ ম্যাসাচুসেট্‌স্ থেকে দক্ষিণ ক্যারোলিনার মধ্যে অনেকগুলি গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। তিনি সাধারণ মানুষদের ধারে বই দিতেন এবং এভাবে ম্যারিল্যান্ডে একটি কাজ চালানো গোছের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলেন।

১. সামাজিক গ্রন্থাগার ঃ

আমেরিকার উপনিবেশ, বিশেষ করে ভার্জিনিয়াতে কতকগুলি ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ছিল। আর তাদের পরিচালনার জন্য ব্যয়ভার শুধুমাত্র ধনীদের কাছ থেকেই নেওয়া হত এবং বইকে আরও অধিক সংখ্যক লোকের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য নতুন প্রতিনিধির প্রয়োজন দেখা দিল। এই প্রয়োজন মেটাবার জন্য ইংল্যাণ্ডের 'বুক ক্লাব' এবং গ্রাহকচাঁদার গ্রন্থাগারের মতো সামাজিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হল। পেনসিলভিনিয়ার একজন উৎসাহী মুদ্রক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন এরকম সামাজিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার একজন পথিকৎ। তিনি ফিলাডেলফিয়ার গ্রন্থাগার কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন এবং সদস্যদের 'শেয়ার' কেনার আহ্বান জানান। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে এই অর্থে সব বই কেনা হবে যা সকলের ভালো লাগবে।

কোম্পানির মালিকানার পরিকাঠামো অন্যান্য সামাজিক গ্রন্থাগারের ধরনে হয়েছিল। অনেকেই তাদের শেয়ার বৃদ্ধি করেছিলেন ; শেয়ার যাদের নেই তাদেরও চাঁদার বিনিময়ে গ্রন্থাগার পরিষেবার সুযোগ নিতে আহ্বান জানানো হয়েছিল। এভাবে আমেরিকায় গ্রাহক চাঁদা সম্বলিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

অনেকে তাদের সংগ্রহের জন্য সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র জোগাড় করেন এবং উচ্চ সংগ্রহ মূল্য ধার্য করে ও অন্য ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে 'Athaeums' নামে পরিচিত হন। চতুর্থ রকমের সামাজিক গ্রন্থাগার হল 'মেকানিকস' বা 'মার্কেনটাইল' গ্রন্থাগার যেগুলি ধনী ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের জনসেবামূলক কাজের ফলে গড়ে উঠেছিল। এইসব গ্রন্থাগারগুলি ব্যবসা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের শিক্ষা ও বিনোদনমূলক পাঠের আয়োজন করে।

২. বিদ্যালয় জেলা গ্রন্থাগার ঃ

১৮৩০-এর দশকে বিদ্যালয় জেলা গ্রন্থাগারের প্রথম আবির্ভাব হয়। নিউ ইয়র্কের গভর্নর প্রথম এ ধরনের গ্রন্থাগারের কথা চিন্তা করেন। প্রচলিত বিদ্যালয়ে এ ধরনের গ্রন্থাগার গড়ে উঠবে এবং বিনা অর্থব্যয়ে জনসাধারণ সেগুলি ব্যবহার করতে পারবেন। ১৯৩৫ সালে নিউ ইয়র্কের বিধানসভা একটি আইন পাশ করে গ্রন্থাগারের ব্যয় নির্বাহ করার জন্য বিদ্যালয় জেলাকে কর আদায়ের অধিকার দেয়। বিদ্যালয়ের গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য জনগণের অর্থ ব্যয় হবে এবং সেসব বই জনগণ ও ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য দেওয়া হবে। বই-এর বেহিসাবি নির্বাচন ও জনগণের প্রবেশের পথে বাধার ফলে এই পরিকল্পনা সফল হয়নি। এতে অবশ্য গ্রন্থাগারের প্রতি জনসমর্থনের দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়।

৩. অন্যরকম সাধারণ গ্রন্থাগারের পূর্বসূরি ঃ

সামাজিক গ্রন্থাগারের সঙ্গে অন্য ধরনের গ্রন্থাগারও ছিল এবং সেগুলিও ভিন্ন ধরনের উদ্দেশ্য সাধন করেছে। রবিবারের বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ধর্মীয় ভাবধারার বই ছিল বেশি। সেগুলি মানুষের কাজে উৎসাহ বৃদ্ধি করার জন্য রাখা হত। কিছু কিছু শিল্পপ্রতিষ্ঠান শিক্ষানবিশদের জন্য গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করেছিল। সেখানে শ্রমিকদের জন্য শিক্ষাবিস্তার ও সেই সঙ্গে মনোরঞ্জনের জন্য পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলার প্রয়াস ছিল।

৩.৮ আমেরিকায় গ্রন্থাগার আইন

সরকারি করের দ্বারা পরিচালিত বিনা মাশুলের সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩৩ খ্রি. নিউ হ্যাম্পশায়ারের পিটারবরোতে। নিউ হ্যাম্পশায়ার প্রথম রাষ্ট্রীয় সাধারণ পাঠাগার আইন পাশ করে ১৮৪৯ খ্রি.। এই আইনে সাধারণ পাঠাগারগুলি পরিচালিত করার জন্য শহরগুলিকে কর ধার্য করার অধিকার দেওয়া হয়। এই

ধরনের আইন ম্যাসাচুয়েট্স্-এ ১৮৫১ খ্রি. এবং মেইন-এ ১৮৫৪ খ্রি. পাশ হয়। নিউ ইংল্যান্ডের অনেক শহর বিশেষ করে সেলিমবারি, কনেক্টিকাট্ ও পিটারবরোই নির্ধারিত গ্রন্থাগারকে পরিচালিত করার জন্য সরকারি অর্থসাহায্য দেবার প্রথম গৌরবের দাবিদার হতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে পুরোনো প্রভাবশালী গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বোস্টনে, ১৮৫৪ খ্রি.।

উত্তরের অন্যান্য রাষ্ট্রেও গ্রন্থাগার আইন পাশ হয়েছিল। সেখানে গ্রন্থাগার পরিচালনা করার জন্য পঞ্চায়েতকে রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার আইনে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হত না, সে দায়িত্ব স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ওপরই ছাড়া হয়েছিল। বর্তমানে আমেরিকার প্রতিটি রাষ্ট্র সাধারণ পাঠাগার আইন-এর জন্য গর্ববোধ করতে পারে। যদিও প্রতি রাষ্ট্রের আইনের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে। কোনো কোনো আইনে সব ধরনের গ্রন্থাগারের কথা আছে। তবে সব আইনই বিনামূল্যে গ্রন্থাগার পরিষেবা দেবার কথা বলে। গ্রন্থাগার উন্নয়নকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান বিষয়ে ধারাবাহিক আইনের প্রথমটি হল গ্রন্থাগার পরিষেবা আইন ১৯৫৬। গ্রন্থাগার পরিষেবাকে ছোট শহর ও গ্রামে ছড়িয়ে দেবার জন্য এই আইনে অর্থের সংস্থান করা হয়। গ্রন্থাগার পরিষেবা ও নির্মাণ আইন ১৯৬৪ শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য গ্রন্থাগার পরিষেবা, গ্রন্থাগার নির্মাণ এবং আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার জন্য গ্রন্থাগার পরিষেবা, গ্রন্থাগার নির্মাণ এবং আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার জন্য অর্থের সংস্থান করে।

৩.৯ পর্যালোচনা

সামাজিক গ্রন্থাগার থেকে সাধারণ গ্রন্থাগারের উত্তরণ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে সংগঠিত হয়েছিল। জেফারসনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, পূর্ণ সচেতন জনগণ ছাড়া কোনো দেশে গণতান্ত্রিক সরকার সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে না।

আমেরিকার গ্রন্থাগার আন্দোলনের একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল ব্যক্তি অথবা অছি পরিষদের উদার অনুদান। বস্তুতপক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে জনদরদি উদার মনের মানুষেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। গ্রন্থাগার আন্দোলন যথেষ্ট ইন্ধন জুগিয়েছে এন্ড্রু কার্নেগির (১৮৫৩-১৯১৯) জনকল্যাণকর অনুদান। কার্নেগী যখন আমেরিকা, কানাডা ও গ্রেট ব্রিটেনে ২৫০০ বেশি গ্রন্থাগার নির্মাণের জন্য দান মঞ্জুর করেন, তখন সাধারণ গ্রন্থাগার যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হয়েছিল। কার্নেগির দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও অনেক শিল্পপতি এগিয়ে আসেন। মানুষের দায়ে গড়ে ওঠা গ্রন্থাগার স্বাভাবিকভাবে তাদের দাতাদের নামে নামাঙ্কিত হয়েছে, এবং সেগুলিকে 'স্মৃতি গ্রন্থাগার' বলা হয়ে থাকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তার ফলাফল আমেরিকার সাধারণ গ্রন্থাগারকে উল্লেখনীয়ভাবে প্রভাবিত করেছে এবং আমেরিকার গ্রন্থাগার সমিতি (ALA) দেশে ও বিদেশে আমেরিকার সৈন্যদের জন্য যুদ্ধ পরিষেবা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করে। ১৯১৮ সালে যুদ্ধশেষে সাধারণ গ্রন্থাগার সমাজসেবার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এ বিষয়ে আমেরিকার গ্রন্থাগার সমিতির অবদানও গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৩০-এর দশকের আমেরিকায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়। বিখ্যাত আর্থিক মন্দা দেশে লক্ষ লক্ষ বেকার সৃষ্টি করে। অংশত তাদের একঘেয়েমি কাটাবার জন্য, অংশত শ্রমের বাজারে পুনঃপ্রবেশের ইচ্ছায় স্বশিক্ষার মাধ্যমে পেশাগত শিক্ষা বৃদ্ধি করার জন্য আমেরিকাবাসীর গ্রন্থাগার ব্যবহারের মাত্রা বেড়ে যায়। আমেরিকার সাধারণ গ্রন্থাগার 'জনগণের জ্ঞান অর্জনের অধিকারের' অভিভাবক হিসাবে

নিজেদের গড়ে তোলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সারা সময় জুড়ে এবং ম্যাককার্থির যুগ ১৯৫০-এর দশক হয়ে বর্তমানকালেও এই দৃষ্টিভঙ্গির বজায় আছে। সংসদ গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার আমেরিকার গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিভিন্ন দিকে নেতৃত্ব দিয়ে গতি সঞ্চার করেছে।

১৯৭০ সালে একটি আইন পাশ করে National Commission of Libraries and Information Science (NCLIS) সৃষ্টি করা হয়। ১৯৭৫ সালে NCLIS-এর দীর্ঘমেয়াদি কার্যসূচি, Towards a National Program for Library and Information Services : Growth for Action প্রকাশ করা হয় এবং ১৯৭৯ সালে উল্লেখযোগ্য White House Conference of Library and Information অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ গ্রন্থাগারের বিষয়ে নিজেদের উৎকর্ষ বাড়াতে আমেরিকার অধিবাসীরা চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেননি। আমেরিকার সাধারণ গ্রন্থাগার এক চূড়ান্ত উন্নত অবস্থায় পৌঁছেছে।

তুলনামূলক পর্যালোচনা ঃ

ব্রিটিশ ও আমেরিকার সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা মূলত একই রকমের এই অর্থে যে, উভয়ক্ষেত্রেই তাদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার মুখ্যত স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা নির্বাহ হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে অবশ্য অমিলও আছে। ব্রিটেনে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি সংসদের পাশ করা ধারাবাহিক আইন অনুযায়ী স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আমেরিকার গ্রন্থাগারগুলি রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং বিভিন্ন রাজ্যের আইনও ভিন্ন ধরনের।

দ্বিতীয়ত, আমেরিকার স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা গ্রন্থাগারগুলিও সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং দীর্ঘদিন ধরে এইসব সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারগুলিও সাধারণ গ্রন্থাগারের মতো কাজ করে চলেছে ; কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনের গ্রাহকচাঁদার গ্রন্থাগারগুলি স্বাধীন ও পৃথক। আমেরিকায় পৌর দায়িত্ব বহন করা এবং নাগরিকদের প্রতি দায়বদ্ধ সাধারণ গ্রন্থাগারের ধারণা আধুনিক এবং তুলনামূলকভাবে অতি সাম্প্রতিককালেই একথা গৃহীত ও বোধগম্য হয়েছে।

তৃতীয়ত, ব্রিটেনে গ্রন্থাগারিকরা পাঠকদের পরিষেবা দিয়ে থাকেন, এবং সমাজে সেটা যেমন ভূমিকাই পালন করুক না কেন, তাতেই তারা সন্তুষ্ট। কিন্তু আমেরিকার গ্রন্থাকারিকদের লক্ষ্য হল, "to reach and bring in."

তাই বলা যায়, আমেরিকার গ্রন্থাগার শিশু, শারীরিক প্রতিবন্ধী, বয়স্ক শিক্ষাসূচি ইত্যাদি ধরনের কার্যসূচির সঙ্গে উদ্দেশ্যমূলক ও কার্যকরীভাবে যুক্ত। দেশের জনগোষ্ঠীর সামাজিক জীবনের সঙ্গে তাদের দৃঢ় যোগ স্থাপিত হয়েছে।

৩.১০ অনুশীলনী

১. সংযুক্ত রাজ্যের (ইউ. কে) গ্রাহকচাঁদা ও ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের উন্নয়নের ধারার বিষয়ে আলোচনা করুন।

২. পাবলিক লাইব্রেরি অ্যাক্ট, ১৮৫০-এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

৩. আদম-এর প্রতিবেদনের প্রভাবের বিষয়ে আলোচনা করুন।

৪. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারের বিষয়ে টীকা লিখুন।

৩.১১ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

১. Gates, Jean Key : Introduction to Librarianship, 2nd Ed. New York, McGraw-Hill, 1976

২. Kelley, Thomas : A History of Public Libraries in Great Britain, 1845-1975, London, LA, 1977

৩. Wedgeworth, R. Ed., ALA World Encyclopedia of Library and Information Services. 2nd ed. ALA, 1986

৪. White, Carl M : Bases of Modern Librarianship. Oxford, Pergamon Press, 1964.